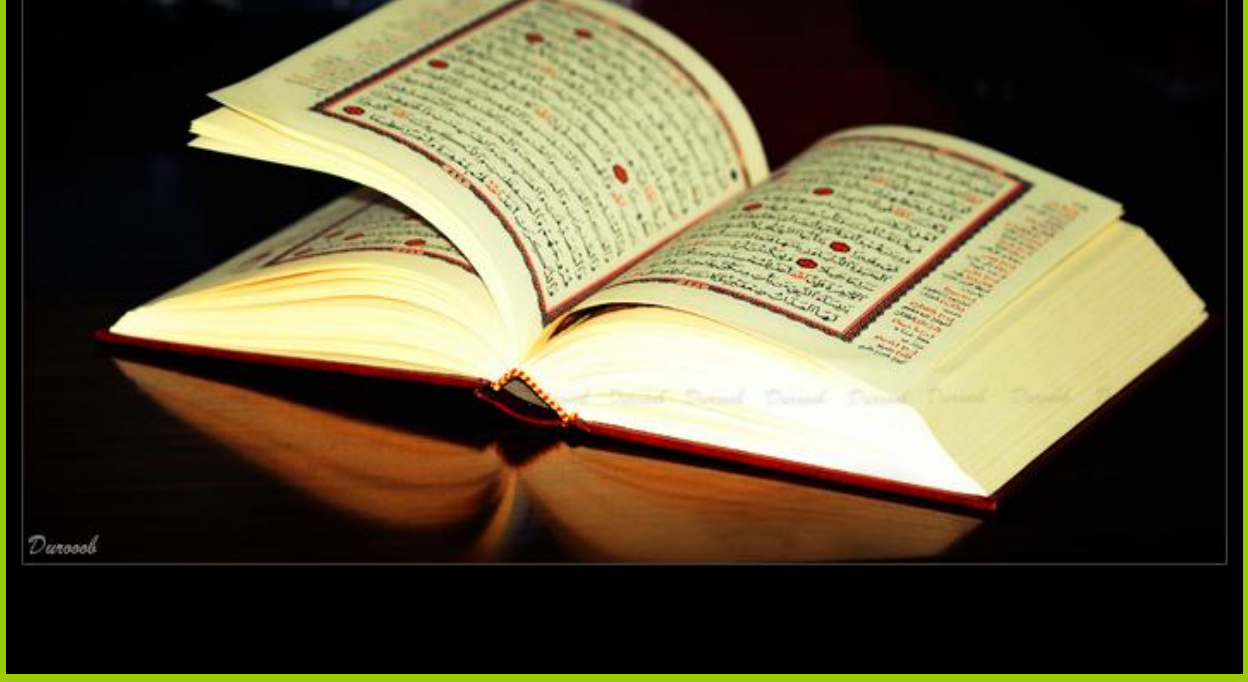

অযূ ছাড়া কি কোরআন স্পর্শ করা যাবে ?

উত্তরঃ

বিস মিল্লাহির রাহ মানির রাহিম ।

“যাহারা পূত -পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না ”। ___ সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৯।

অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি যাবে না এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে , এখনো হচ্ছে । আসুন দেখে নেই সত্যিই অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি -না ।

আল কুরআনের যে আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় বলে বলা হচ্ছে যে , ‘অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না ’ সেটি সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত । এ আয়াতে আল্লাহ্ সুব্ হানাহু ওয়া তাআ’লা বলেন ,

“যাহারা পূত -পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না ”। ___ সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৯।

কুরআনের কোন একটি আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে উপাস্থপন করা হলে অনেক সময় তা থেকে ভুল অর্থ বের হতে পারে । সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ক্ষেত্রে এমনটিই দেখা যাচ্ছে । অথচ সূরা ওয়াকিয়ার ৭৭-৮০ আয়াত পর্যন্ত দেখলে

যে কেউ বুঝতে পারবে এখানে আল্লাহ্ তাআ'লা কি বুঝাতে চেয়ে ছেন ।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলছেন ,

"নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন , যাহা সুরক্ষিত আছে কিতাবে । যাহারা পূত -পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না । ইহা জগতসমূহের প্রতি পালকের নিকট থেকে অবতী র্ণ "। ___ সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৭-৮০।

একটি বিষয় এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে , একই বিষয়ের উপর কুরআনের অন্যান্য আয়াতগুলিও সামনে রাখতে হবে যাতে করে ভুল অর্থ করা থেকে বেচে থাকা যায় । যেমন সূরা আশ-শুয়ারার ২১০-২১২ আয়াত সমূহ । শানে নুযুলও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ ণ বিষয় যা আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত করে । সুতরাং এখানে সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই । সূরা ওয়াকিয়ার ৭৭-৮০ আয়াতগুলির শানে নুযূল কি ? তা হচ্ছে , মক্কার কাফির মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গণক , যাদুকর ইত্যাদি বলতো । তারা বলে বেড়াতো শয়তান কুরআন নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে পড়ে শিখিয়ে দেয় । তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা অন্যদের জানায় । কাফিরদের এই প্রচারণার উত্তর আল্লাহ্ তাআ'লা কুরআনের বেশ কয়ে ক যায়গায় দিয়েছেন । তার মধ্যে সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতগুলি এবং সূরা আশ্ -শু 'আরার কয়েকটি আয়াত ।

যেখানে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ,

"শয়তানরা উহাসহ (কুরআন) অবতীর্ণ হয় নাই । উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না । উহাদিগকে তো শ্রবণের

সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে । " ___ সূরা শু 'আরা ২৬:২১০-২১২।

সুতরাং এখানে এটা স্পষ্ট যে সূরা ওয়াকিয়ায় 'সুরক্ষিত গোপন কিতাব ' বলতে আল্লাহতাআ 'লা 'লওহে মাহফুজ '-এর কুরআনকে বুঝিয়েছেন । সূরা ওয়াকীয়ার ৭৯ নং আয়াতে 'মুতাহ্ হারুন ' শব্দটির , নিষ্পাপ এবং অজু -গোসল করে পবিত্র , এ দুটি অর্থ হয় । তাই এ আয়াতে মুতাহ্ হারুন বলতে আল্লাহ্ তাআ'লা কি নিষ্পাপ সত্তা , নাকি অজু -গোসল করে পবিত্র হওয়া সত্তা বুঝিয়েছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

ইব্ নে কাসীর (র) এ আয়াতের তাফসীরে 'মুতাহ্ হারুন ' বলতে 'নিষ্পাপ ফেরেশতা ' বলেছেন । মুফতি শফি (র) তাঁর তা ফসীর গ্রন্থ মা 'আরিফুল কুরআনে এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন , 'পাক -পবিত্র কারা ? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ তাফসীরবিদদগণের মতে এখানে ফেরেশ্ তাগণকে বোঝানো হয়েছে , যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র ।

হযরত আনাস , সায়ীদ ইব্ ন জুবায়ের ও ইব্ ন আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন (কুরতুবী , ইব্ ন কাসীর) ইমাম মালিক (র) ও এ উক্তিই পছন্দ করেছেন (কুরতুবী)'। আর পৃথিবীর কুরআন তো সুরক্ষিত নয় , যে কেউ যখন -তখন তা ধরতে ও পড়তে পারে । সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত যখন নাযিল হয় তখন কুরআন আজকের মত বই আকারে ছিল কি ? ছিল না ! যদি না থাকে তাহলে স্পর্ শ করার প্রশ্ন অবান্তর ।

পবিত্রতা বলতে আমরা দুই প্রকার পবিত্রতার কথা বুঝি । একটি হচ্ছে বাহ্যিক নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন , আরেকটি হচ্ছে কুফুরী , শিরক থেকে পবিত্রতা অর্জন । যেমন আল্লাহতালা বলেন ,

<<>> "হে মু 'মিনগণ ! মুশরিকরা তো অপবিত্র ; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহা রা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। " ___ সূরা তাওবা ৯:২৮।
মুশরিক কাকে বলে ? যিনি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেন তিনি হচ্ছেন মুশরিক । যেমন যিনি আল্লাহ্ র প্রতি ঈমান এনেছেন তিনি মু 'মিন , যিনি সালাত আদায় করেন তিনি মুসাল্লী , যিনি সফরে থাকেন তিনি মুসাফির , যিনি হিজরত করেছেন তিনি মুহাজির ইত্যাদি । ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ র সত্তা , গুনাবলী এবং এখতিয়ারের সাথে কোন জিনিস , মানুষ , প্রাণী বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করাই হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা । আল্লাহ্ র সাথে কোন কিছুকে শরীক করার এই কাজটিই শির্ক । শি র্ককারী মানে মুশরিক । ঈমানদার কি কখনো মুশরিক হতে পারে ? পারে ! আল্লাহ্ তাআ'লা তো তা - ই বলেন ,
"তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে , কিন্তু তাঁহার শরীক করে (অর্থাৎ মুশরিক ব্যতীত কিছুই নয়)। " ___ সূরা ইউসুফ ১২:১০৬।
ঈমানদার মুশরিক হওয়ার পর যদি বুঝতে পারে সে শি রকে লিপ্ত এবং সে তা থেকে এখন মুক্ত হতে চায় , তাহলে তাকে তাওবা করে নতুন করে কালেমার সাক্ষ্য দিতে হবে । যদি এ কাজটি সে না করে তাহলে সে যতই অজু করুক তার নাপাকী যাবে কি ?
আল্লাহ তায়া 'লা কুরআনকে মানব জাতির হিদায়েতের জন্য নাযিল করেছেন , শুধু মুসলমানদের জন্য নয় । এখন একজন অমুসলিম যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান , কুরআন পড়ে দেখতে চান তাহলে তাকে কি কুরআন পড়তে দেয়া যাবে না ? মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ আছে যেমন মিসর , লেবানন , সিরিয়া , জর্ডান ইত্যাদি যেখানে অনেক খৃষ্টান বসবাস করেন এবং তাদের মাতৃভাষা আরবী । তারা যদি মনস্থির করেন আগে কুরআন পড়ে দেখবেন তারপর বুঝে ইসলাম গ্রহন

করবেন , তাদেরকে তাহলে কি উত্তর দেয়া যাবে ? ধরুন তাদেরকে বলা হল আপনারা অজু করে আসুন । এখন বলুন তাদের এই অজু কি তাদের পবিত্র করতে পারবে ? কারণ এটা একটা বাহ্যিক কাজ মাত্র , তারা তো অন্তর থেকে তখনও আল্লাহতাআ 'লাকে মেনে নেয়নি ? আর অজুর হুকুম তো শুধু মুসলমানদের জন্যে ।

ডা . মরিস বুকাইলি একজন ফরাসী চিকিৎসক যিনি বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান বইটির লেখক । বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন কুরআনে কোন ভুল নেই এবং আজকে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোন প্রতিষ্ঠিত সত্য কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় । বাইবেলে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে যা বলা হয়েছে তাতে ভুল রয়েছে । তিনি যখন এই বই লিখেন তখন প্রথমে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদের উপর নির্ভর করেন । পরবর্তীতে কুরআনকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য তিনি আরবী ভাষা শিখেন এবং কুরআনের অনুবাদগুলিকে যাচাই করেন । পরে তিনি ইসলামকে তার জী বন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহন করেন । আল্ হামদুলিল্লাহ্ এখন তিনি একজন মুসলিম । এখন বলুনতো তাকে যদি কুরআন ধরতে না দেওয়া হতো তা হলে কি তিনি কুরআন নিয়ে এ গবেষনা করতে পারতেন এবং ইসলাম কবূল করতেন ? এখন আমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনার পরেও মুশরিক তাদের অবস্থা কি ? আল্লাহতাআ 'লা তো বলেছেন , তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে , তার মানে তারা হজ্ব করতে পারবে না তাই নয় কি ? কিন্তু তারা কি আল্লাহ তা 'আলার এই আদেশ মানছেন ?

ঈমানদারদের মধ্যে যারা মুশরিক , তারা মুশরিক হওয়ার পর আদৌ কি ঈমানদার থাকে ? আর মুশরিকদের ঠিকানা কোথায় হবে বলুন তো?

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআ 'লা বলেন , "কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে

স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে ; উহারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট । " ___ সূরা বায়্যিনা ৯৮:৬।

যারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসাবেই মনে করছে অথচ তারা মুশরিক যাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম , তাদের অজু করে কুরআন ধরলেই কি আর পড়লেই কি , কোন তফাৎ আছে কি ?

আল্লাহ তা 'আলা বলেন ,

"যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্ র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে । " ___ সূরা নাহ্ ল ১৬:৯৮।

শয়তানের এক নম্বর কাজ হচ্ছে মানুষকে কুরআন তথা আল্লাহ র হিদায়তের নূর থেকে দূরে রাখা । যে কারণে কেউ কুরআন পড়লে অর্থ বুঝার ব্যাপারে সে যেন শয়তানের খপ্পরে পড়ে না যায় , ধোকা না খায় , তাই আল্লাহ তায়া 'লা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন । তাই তো আমরা দেখতে পাই অনেকে কুরআন পড়ে ভিন্ন অর্থ বু ঝে , যে অর্থ আল্লাহ্ তাআ'লা বুঝাতে চাননি । আবার অনেকে আছেন কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে উদাসীন । তাদের কথিত মুরুব্বী , পীর ইত্যাদিরা কুরআনের যে অর্থ করে সেটাকেই মেনে নেয় , অন্য আলিমবৃন্দ তার কি অর্থ করেছে তা যাচাই বাছাই করে দেখে না । কিন্তু যদি তাদের জিজ্ঞেস করে ন ভাই কুরআন কি বুঝে পড়েন ? তাহলে তারা আপনাকে উত্তর দিবে প্রথমতঃ মুরুব্বীদের নিষেধ আছে , দ্বিতীয়তঃ যেহেতু তারা আরবী ভাষা জানেন না সেহেতু তারা সরাসরি অর্থ বুঝতে পারেন না । আপনি যদি বলেন তাহলে বাংলা অর্থসহ কুরআন পাওয়া যায় সেটা পড়েন । তখন তারা উত্তরে বলে , একে কজন একেকভাবে অর্থ করছে তাতে বিভ্রান্তিতে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তারা তা পরিহার করেন । দেখুন শয়তানের ধোকা দেখুন ।

আলিমদের বেশিরভাগেরই আয় উপার্জনের মাধ্যম হচ্ছে কুরআন । ব্যবসায়ী যেমন নিজের ব্যবসার গোমর (প্রচলিত ভাষায়) ফাঁস করেন না পাছে ব্যবসায় ক্ষতি হয় , তে মনি এ ধরণের আলিমবৃন্দ (?) চান না তাদের ব্যবসায়িক গোমার ফাঁস হোক । কারণ সাধারন মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে ফেললে তারা তাদের ব্যবসা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন না । তাই তারা মানুষকে কুরআন বুঝে পড়ার উৎসাহ দেননা , উদ্বুদ্ধ করেন না ।

ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধা । অনেকের হয়তো ইচ্ছে হলো কুরআন পড়বে , তখন সে খেয়াল করল যে তার ওজু নেই , তখন সে ভাবল আচ্ছা এখন থাক পরে পড়ব । দেখুন শয়তান কমপক্ষে কিছুক্ষনের জন্য হলেও তো সফলকাম হলো । কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে , মানুষ তা পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করবে । ওজু ছাড়া কুরআন ধরা যাবে এটা কোন নতুন কথা নয় । । অজুসহ কুরআন ধরা , পড়া উত্তম ।